বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

আইসিটি সেল

১৩৭-১৩৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

ক) ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের গ্রহণকৃত/বাস্তবায়িত উদ্ভাবনের নাম ও কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্য।

ক্রম	দপ্তর ও মন্ত্রণালয়	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি (%)	উদ্ভাবনটি বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হয়েছে?	বাস্তবায়নের জন্য পাইলট কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে কিনা? হয়ে থাকলে তারিখ	সারা দেশে উদ্ভাবন্টি বাস্তবায়নযোগ্য কিনা?	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১	বিসিক ও শিল্প মন্ত্রণালয়	ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের GIS ভিত্তিক অনলাইন ডাটাবেজ (স্কেল-আপ পর্যায়)	এটি দেশের সমগ্র অঞ্চলের মাঝারী, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অনলাইন ডাটাবেজ। একই স্থান হতে শিল্পের তথ্য সহজে ও দ্রুত পাওয়ার সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বিসিক a2i এর সহায়তায় এ উদ্ভাবনী উদ্যোগটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ইতোমধ্যে ডাটাবেজটির পাইলটিং পর্যায়ে রাজশাহী বিভাগের ৮ জেলার ৬৩ হাজার শিল্প প্রতিষ্ঠান এ ডাটাবেজে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার মাধ্যমে পাইলটিং পর্যায় সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশণা অনুযায়ী এটুআই এর সহায়তায় স্কেল-আপ বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম এ বছর হতে শুরু হয়েছে। আগামী ২ বছর মেয়াদে দেশের সমস্ত (প্রায় আরও ৯ লক্ষ) মাঝারী, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান এ ডাটাবেজে অন্তর্ভূক্ত হবে। শিল্পের এ ধরণের ডাটাবেজে দেশে এটিই প্রথম। যা শিল্প উদ্যোক্তা, শিল্প গবেষক, সরকারের মন্ত্রণালয় ও দপ্তরগুলো সর্বোপরি সাধারণ জনগণও এ ডাটাবেজ থেকে শিল্প সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য দ্রুত সংগ্রহ করতে পারবেন। যা দেশের শিল্পায়ন কার্যক্রমকে গতিশীল করবে।	দেশে বর্তমানে কমবেশি প্রায় ১০ লক্ষ মাঝারী, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প রয়েছে। দেশের প্রায় সমগ্র অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এ সমস্ত শিল্পের পূর্ণাংগ তথ্য এক স্থান হতে সংগ্রহ করার কোন সুবিধা না থাকায় নতুন শিল্প উদ্যোক্তা, গবেষক, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো দেশের শিল্পায়ন তথা আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে নানা বিড়ম্বনার সম্মুখীন হয়ে থাকে। যা প্রকারান্তরে দেশের শিল্পায়নকে বাঁধাগ্রস্থ করে।এ অবস্থা নিরসনে বিসিকের **ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের GIS ভিত্তিক অনলাইন ডেটাবেজ** গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে এ চিন্তা থেকে a2i এর সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডের আওতায় বিসিক এ উদ্ভাবনী উদ্যোগটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। যাতে সমগ্র শিল্পের তথ্য সমৃদ্ধ একটি অনলাইন ডেটাবেজ তৈরি হয়। যে ডাটাবেজে দেশের সমগ্র অঞ্চলের শিল্পের ভৌগলিক অবস্থান নির্দেশক তথ্যও সন্নিবেশিত থাকবে এবং একনজরে দেশের এলাকাভিত্তিক শিল্পাবস্থার বাস্তব চিত্র একটি ডেটাবেজে পাওয়া সম্ভব হয়। অর্থাৎ উদ্যোগটির উদ্দেশ্যই - শিল্প সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহে একটি নির্ভরযোগ্য ও সজলভ্য প্লাটফর্ম তৈরী করা যেখান থেকে জনগণ ভোগান্তি, ব্যয় ও সময়ক্ষেপন (TCV) ছাড়াই বা স্বল্প ব্যয় ও সময়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। এ উদ্যোগটি সে সুযোগই তৈরী করছে।	**মোঃ আব্দুস সাত্তার, উদ্ভাবক,** ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের GIS ভিত্তিক অনলাইন ডাটাবেজ কর্মসূচী, বিসিক প্রধান কার্যালয়, বিসিক, ঢাকা	৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত পাইলটিং-১০০%, স্কেল আপ-২০%	ক) পাইলটিং পর্যায় বাস্তবায়নে ব্যয় হয়েছে- ৩১.০০ লক্ষ টাকা খ) স্কেল-আপ বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত বাজেট -৪.৪৭ (চার কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে প্রায় ৮.০০ লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট অর্থ ২ বছরে ব্যয় হবে।	পাইলটিং গ্রহন করা হয় ২০১৬ সালে এবং নির্দিষ্ট সময়ে (২০১৭) ১০০% বাস্তবায়িত হয়েছে।	সমগ্র দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান এ ডাটাবেজে অন্তর্ভূক্ত হবে বিধার কর্মসূচীটি সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য	

খ) ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের তৈরি/বাস্তবায়িত ডিজিটাল -সেবা নাম ও কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্য।

ক্রম	মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের নাম	ডিজিটাল সেবার নাম	ডিজিটাল সেবার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ডিজিটাল সেবা গ্রহণের যৌক্তিকতা	সেবাটি তৈরির জন্য কত অর্থ ব্যয় হয়েছে?	কার্যক্রমে অগ্রগতি (%)	বাস্তবায়নের জন্য পাইলট কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে কিনা? তার তারিখ	এই সেবার মাধ্যমে এ পর্যন্ত কত জন সেবা গ্রহণ করেছে?	সারা দেশে ই-সেবাটি বাস্তবায়ন যোগ্য কিনা?	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১	শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিসিক	“ই-রেজিষ্ট্রেশন অফ স্মল এন্ড কটেজ ইন্ডাষ্ট্রিজ”	ই-সার্ভিস সেবার মাধ্যমে সেবা গ্রহীতা নিজ গৃহে বসে অনলাইনে নিবন্ধন/রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন সহ নির্ধারিত নিবন্ধন ফি অনলাইন পেমেন্টপূর্বক নিবন্ধন সার্টিফিকেট অনলাইনে গ্রহণ করতে পারবেন।নিবন্ধন সম্পন্ন হওয়ার পরে অভিন্ন ফরম্যাটে নিবন্ধিত শিল্পের নামে একটি ওয়েবসাইট তৈরী হবে এবং একশপ (ekshop) ডিজিটাল মার্কেটিং প্লাটফর্মে অন্তর্ভুক্ত হবে।	বিসিক এর শিল্প নিবন্ধন সেবাটি এটুআই এর সহায়তায় ই-সার্ভিসে রুপান্তর করা হচ্ছে। ই-সার্ভিসটি বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহীতার সময়, খরচ, ভিজিট (TCV) কমিয়ে আনা সম্ভব হবে এবং সেবা গ্রহীতা ঘরে বসেই অনলাইনে সার্ভিসটি পাবেন। পাশাপাশি নিবন্ধিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের উৎপাদিত পন্য বাজারজাত করণের জন্য একশপ প্লাটফর্মটিও ব্যবহার করতে পারবে। যা অনলাইনে তাদের পণ্য বিপণনে ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হবে।	গত ২৭/০৬/২০১৯ ইং তারিখে সিস্টেমটি তৈরির জন্য পরামর্শ প্রতিষ্ঠানের সাথে কন্ট্রাক্ট এগ্রিমেন্ট (Contract agreement) সম্পন্ন হয়েছে। ৬২,৬৮,৪৩৮.০০ (বাষট্টি লক্ষ আটষট্টি হাজার চারশত আটত্রিশ) টাকায় সিস্টেমটি তৈরির জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।	৩০%	সিস্টেমটি তৈরি ও বাস্তবায়নের জন্য ৯ (নয়) মাস সময় বরাদ্দ আছে। পরবর্তীতে বিসিকের চারটি জেলা কার্যালয় (ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ,গাজীপুর, চট্টগ্রাম) এ পাইলট কর্মসুচি পরিচালিত হবে।	সিস্টেমটি তৈরীর পর পাইলটিং বাস্তবায়িত হবে। অত:পর নাগরিকগন সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।	সারা দেশে বিসিকের ৬৪ টি জেলা কার্যালয় হতে সেবাটি বাস্তবায়ন যোগ্য।	